বি.বি.এম. এন্টারপ্রাইজ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন।

(দেওয়ানী আপিল নং ২৮৩৪ এর ২০২০)

৩০ জুলাই, ২০২০

[বিচারপতিগণ আর.এফ. নরিমন, নবীন সিনহা এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি]

আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬:

ধারা। ৩৪- অধীন পিটিশন - ১২০ দিনের সীমাবদ্ধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে দায়ের করা - জেলা বিচারক কর্তৃক খারিজ হাইকোর্ট জেলা বিচারক আদেশ খারিজ করে বিষয়টি রিমান্ডে - দ্বিতীয় দফা মামলায় জেলা বিচারক আবেদনটি খারিজ করে - হাইকোর্ট অপ্রত্যাশিত আদেশে বিষয়টি আবার রিমান্ডে দেয় নতুন করে বিচার হবে - সুপ্রিম কোর্টে আপিল অনুষ্ঠিত: জেলা বিচারক আবেদনটি নিষ্পত্তি করেছিলেন। উপ ধারা ৩৪ এর অধিনে পর্যাপ্ত কারণ দেখিয়ে হাইকোর্ট বিষয়টি ভুলভাবে রিমান্ড দিয়েছেন- আপিল নিষ্পত্তি।

দেওয়ানি আপিলের বিচার বিভাগ: দেওয়ানি আপিল নং ২৮৩৪ এর ২০২০

এ কলকাতা হাইকোর্টের ২৬.০৩.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে এফএমএ নং। ১২৯৮ এর ২০১৭।

সঙ্গে

দেওয়ানী আপিল নং ২৮৩৫ এর ২০২০।

সৌরভ আগরওয়াল, প্রিয়াঙ্কর সাহা, সারদ কুমার সিংহানিয়া, আংশুমান চৌধুরী, শ্রীমতি রশ্মি সিংহানিয়া, অ্যাড. আপিলকারীর জন্য।

সিদ্ধার্থ লুথরা, সিনিয়র অ্যাড. , শ্রীমতি মধুমিতা ভট্টাচার্য , শ্রীজা চৌধুরী , সাইফুদ্দিন শামস , মো. সাকিব নারু, অ্যাড। উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়

বিচারপতি, আরএফ। নরিমন

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. আমরা অনেক সময় পক্ষের জন্য বিদিত পরামর্শ শুনেছি।

৩. শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা, বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত হয়ে, শ্রমসাধ্যতার সাথে আমাদেরকে রায় সহ রেকর্ডের মাধ্যমে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে তার মতে, একটি ধারা ৩৪ এর প্যারামিটারের মধ্যে পড়েছিল এমন বিভিন্ন ঘাটতিগুলি নির্দেশ করার জন্য পিটিশন যার ফলে আমরা হাইকোর্টের রায়ে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়, যেটি কেবলমাত্র বিষয়টিকে রিমান্ডে নিয়েছিল এবং বিষয়টি ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে।

৪. এই বিষয়টির একটি চেকার্ড ইতিহাস রয়েছে। ১৬.০৯.২০০৯ তারিখে বিজ্ঞ সালিস দ্বারা করা রায়টি ছিল। তার সামনে পাঁচটি দাবি করা হয়েছিল যার পরিমাণ মোট ২,০৮,৫৯,৯৮৯ টাকাতে। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত এখানে আপীলকারীর পক্ষে যে পুরষ্কারটি করা হয়েছিল তা ছিল ১,৩৮,৪৪,৪৩০ টাকা। প্লাস ১৫% টাকার উপর। ১,১৭,৭৭,০৮০ টাকা পেন্ডেন্ট লাইট প্লাস সুদ ছাড়া খরচের মাধ্যমে ২,৬৭,৩৫০ টাকা। যদি উল্লিখিত পরিমাণ, খরচ, চার মাসের মধ্যে পরিশোধ না করা হয়, সুদের অঙ্ক আরো বেড়ে যাবে এবং ১৮% সুদ আকর্ষণ করবে.

৫. যখন পুরষ্কারটি কার্যকর করা হয়েছিল, তখন নির্বাহকারী আদালত নির্দেশ করেছিল ১১.০২.২০১০ তারিখের তার আদেশের তারিখের মধ্যে, ১২০ দিনের সময়কাল - যার বাইরে কোনও রায়কে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না - ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এবং তাই নির্বাহ কার্যকর করা হয়েছে৷ এটি শুধুমাত্র যখন ১৭.০২.২০১০-এর একটি আদেশ করা হয়েছিল যাতে আরবিআই কে সরকারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করার পরে প্রদত্ত অর্থ বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং আরবিআই এর ২০.০২.২০১০ তারিখের উত্তরে বলা হয়েছিল যে এই ধরনের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত তহবিল ছিল না, যে বিষয়টি তারপরে ২৪.০২.২০১০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রেরিত হয় যে সরকার সেই সময়ে, দুই সপ্তাহের মধ্যে ৫০% ডিক্রিটাল বকেয়া জমা দিতে ইচ্ছুক ছিল। এই পর্যায়ে, তাই, হাইকোর্ট ১৭.০২.২০১০ তারিখের নির্বাহী আদালতের আদেশটি বাতিল করে দেয়। এই কার্যধারার পরেই উত্তরদাতা জেগে ওঠে এবং ০২.০৪.২০১০ তারিখে রায়কে চ্যালেঞ্জ করে একটি ধারা ৩৪ পিটিশন দায়ের করে৷

৬. মামলার প্রথম দফায়, ধারা ৩৪ পিটিশনটি ২২.০৩.২০১২ তারিখে বিজ্ঞ জেলা বিচারক দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল, এই বলে যে ১২০ দিনের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে, এবং সেইজন্য যোগ্যতার মধ্যে কোন প্ররোচনা হবে না

এই পর্যায়ে একটি অনুমোদিত হতে হবে। যাইহোক, ১১.০১.২০১৩ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ডিভিশন বেঞ্চ এই রায়টি বাতিল করে এবং বিষয়টি নতুন করে শুনানির জন্য রিমান্ডে পাঠায়।

৭. বিজ্ঞ জেলা বিচারক, দ্বিতীয় রাউন্ডে, উভয় পক্ষের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী শুনলেন এবং ২২.১২.২০১৬ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, নিম্নরূপ পাওয়া গেল: -

"কোনো আদালত অবশ্যই তার ব্যাখ্যাকে সালিসকারীর মতামত এবং ব্যাখ্যার বিপরীতে প্রতিস্থাপিত করবে না, সালিসকারীর অনুসন্ধানকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা প্রয়োজন কারণ সালিসকারীদের দ্বারা আগত সত্য অনুসন্ধানের উপর বসার কোনো ক্ষমতা বা এখতিয়ার আদালতের নেই। তাত্ক্ষণিক মামলা, এ পর্যন্ত আমি আবেদনকারীর অ্যাডভোকেটের যুক্তি এবং সালিসি এবং সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪ আবেদন থেকে এবং আবেদনকারীর চ্যালেঞ্জ করা নথির ফটোকপি থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। তথ্যের সন্ধান কিন্তু রেকর্ড থেকে কিছু বেরোচ্ছে না যে আইনের ব্যাখ্যা বা অন্য কোনো সমান্তরাল দিক এবং সালিসকারীর দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্মত বিষয় আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের ধারা ৩৪ এ উল্লেখ করা কোনোভাবেই আমরা ভুলতে পারি না যে সালিসকারী দলগুলোর দ্বারা নিযুক্ত একজন বিচারক তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, যদি না তার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তার দেওয়া কারণগুলি সম্পূর্ণ বিকৃত হয় বা আইনের ভুল প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে বিরোধটি কাজের চুক্তি থেকে উদ্ভূত হয়, এর সম্পাদন এবং অর্থপ্রদান, অর্থাত্ দাবির পরিমাণ, এই দিকটি সম্পূর্ণরূপে সালিসের এখতিয়ারের মধ্যে আসে যে ধারার অধীনে একটি কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করা যায় না। আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের ৩৪. এআইআর ১৯৭১ এসসি ৬৪৬ এ রিপোর্ট করা ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম কলিঙ্গা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি শিরোনামের একটি মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছে যে আদালতের দ্বারা বিবেচিত প্রমাণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করা এবং পুনরায় মূল্যায়ন করা আদালতের কাছে উন্মুক্ত নয়। সালিসকে ধরে রাখতে হবে যে সালিসকারী যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা ভুল। এটাও মীমাংসা নীতি যে গ্রাউন্ড আর্বিট্রেটর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে বা তথ্য ও প্রমাণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে তার ভিত্তিতে রায়কে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ১৯৯৪ সালে রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তের অনুপাত অনুযায়ী (১) আরবি। এল.আর. ৪৫, এআইআর ২০০৩ এনওসি ১৫৬ (রাজ) এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ

আদালতের সালিসি ও সমঝোতা আইনের এখতিয়ারের বিষয়টিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নারায়ণ প্রসাদ লোহিয়া বনাম এন. কুঞ্জ কুমার লোহিয়া (২০০২) ৩ এসসিসি ৫৭২ এ রিপোর্ট করেছেন যে, এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সালিশি প্রক্রিয়ায় আদালতের ভূমিকাকে ছোট করা। এই সময়ে জায়গা খুঁজে পাওয়া গেছে. আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের ৫ ধারা. আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের ধারা ৫ এ কথা বলে যে আইনে প্রদত্ত যেখানে ব্যতীত বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি আইনসভার উদ্দেশ্য যে পুরস্কারের সাথে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ করা উচিত। এটি শুধুমাত্র ধারার অধীনে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। ধারা ৩৪ আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়ে আমি আবার উল্লেখ করেছি যে ধারার অধীনে পিটিশনের কোন বৈধ ভিত্তি নেই। পুরস্কারকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আরবিট্রেশন এবং কনসিলিয়েশন অ্যাক্টের ধারা ৩৪। রায়টি পর্যবেক্ষণ করে আমার নজরে এসেছে যে বিজ্ঞ আরবিট্রেটর সালিশি শুনানির সময় সমস্ত আবেদন/বিষয়গুলি মোকাবেলা করেছেন এবং এমন কিছু নেই যা কোনও স্পষ্ট প্রক্রিয়াগত ত্রুটির সমতুল্য হতে পারে বা আইনের বিন্দুতে কোনও স্পষ্ট ত্রুটি বা ন্যায়বিচারের কোনও ভ্রান্তি ঘটেছে৷ আরবিট্রেটর একটি বিশদ, বক্তব্য এবং যুক্তিযুক্ত পুরস্কার দিয়েছেন। অতএব, পুরষ্কারের অখণ্ডতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করার জন্য কোন প্রমাণ নেই বা সালিস পক্ষপাতদুষ্ট ছিল কারণ আরবিট্রেটরের এখতিয়ার এবং কর্তৃত্ব রয়েছে ঠিকাদারের বর্ধিত দাবির প্রাপ্যতার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। আমি ২০০৩ সালে রিপোর্ট করা সিদ্ধান্ত থেকে এই মতের সমর্থন পাই (২) আরবি এলআর। ২৮০ (ডিবি)। তাই পুরস্কারের জন্য কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। "

৮. ০১.০৩.২০১৯ তারিখের অপ্রত্যাশিত আদেশটি বিজ্ঞ জেলা বিচারকের আদেশকে বাতিল করে বলে:

"এমনকি অনুমান করেও যে সালিসি ও সমঝোতা আইনের ধারা ৩৪-এর অসংশোধিত বিধানের ভিত্তিতে পুরস্কারটি আক্রমণযোগ্য ছিল, আদালত আশা করবে যে পুরস্কারের উপর আপত্তির যোগ্যতা নিয়ে কিছু আলোচনা হবে এবং যান্ত্রিক স্বীকৃতি নয়। কেবলমাত্র এই বলে যে পুরস্কারটি আইনের ৩৪ ধারায় গণনা করা চ্যালেঞ্জের কোন ভিত্তির মধ্যে আসে না, বিজ্ঞ বিচার বিচারক সালিসি ও সমঝোতার ধারা ৩৪ এর অধীনে কেন পুরস্কারটি অযোগ্য তা উল্লেখ করেননি। আইন । "

তাই মামলাটি ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়। শুনানির সময় যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে

অব্যাহত। এই তথ্যগুলির একটি সারসংকলন দেখাবে যে বিষয়টি ইতিমধ্যে দুবার উপরে এবং নীচে নেমে গেছে। আমরা কেবলমাত্র বলতে পারি যে যদিও এটি মনে হয় না যে, দ্বিতীয় দফায়, সীমাবদ্ধতার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত হয়েছিল, যেহেতু ১১.০১.২০১৩ তারিখে ডিভিশন বেঞ্চের একটি "ডি নভো/ নতুন করে" শুনানির আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এই বিন্দুটিও আদালতের দিকে তাকিয়ে ছিল। কালশিটে আঙ্গুল । আমরা সন্তুষ্ট নই যে সীমাবদ্ধতার কোন উত্তর আছে। এমনকি অন্যথায়, বিজ্ঞ জেলা জজের আদেশ অনুধাবন করে, আমরা মনে করি যে বিবাদীর দায়ের করা ধারা ৩৪ পিটিশন নিষ্পত্তি করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ দেওয়া হয়েছিল। আমরা হাইকোর্টের সাথে একমত নই যে রিমান্ডের আদেশ দেওয়া উচিত এমন কোন কারণ দেওয়া হয়নি। ফলশ্রুতিতে, তাই হাইকোর্টের অস্বীকৃত রায়টি বাতিল করা হয় এবং বিজ্ঞ জেলা জজ কর্তৃক গৃহীত ২২.১২.২০১৬ তারিখের রায়টি নিশ্চিত করা হয়।

৯. ফ্যাগ শেষে, জনাব সিদ্ধার্থ লুথরা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, সুদের হার কমানোর জন্য একটি আন্তরিক আবেদন করেছিলেন যা পুরস্কারের মেয়াদ শেষ হওয়ার চার মাস পরে ১৮% হবে। আমরা মনে করি ন্যায়ের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন যে ১৮% আলাদা করা উচিত এবং উত্তরদাতা ১৫% হারে সুদ প্রদান করে। আরও, তিনি প্রার্থনা করেন যে পুরস্কারের অধীনে বাকি অর্থ পরিশোধের জন্য ছয় মাস সময় দেওয়া হোক। আমরা মনে করি, মামলার পরিস্থিতিতে তিন মাস সময় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

১০. সেই অনুযায়ী আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠী আপিল নিষ্পত্তি।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।